# উদ্দীপনাময় পরিবর্তন

## এ্যাংলিকান এ্যালায়েন্স-এর সাথে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন

এ্যাংলিকান কমিউনিয়নের প্রতিটি অঞ্চলে নারী নেতৃত্বের পরিবর্তন উদ্দীপনার সঞ্চায় করেছে। এই প্রচার পত্রটিতে তেমনই কয়েকজন নারীর গল্প রয়েছে তা থেকে আমরা জানতে পারব, বিশ্বাস এবং অধ্যবসায়ের মাধ্যমে নারীরা সমাজ পরিবর্তনে কিভাবে গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্ব দিচ্ছে এবং সমাজে ন্যায্যতা ও উনড়বয়ন এবং মানবতার সেবায় ভালোবাসার সাথে কাজ করে যাচ্ছেন।

আসুন, এ্যাংলিকান এ্যালায়েন্স-এর সাথে যোগদিয়ে বিশ্বের সকল নারীর সাথে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন করি। এই পুস্তিকাটি ব্যবহার এবং বাইবেল স্টাডির মাধ্যমে নিজ নিজ চার্চে উদ্যোগ গ্রহণ করি। শিড়্গা, স্বাস্থ্যসেবা, দড়্গতাবৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে নারীদের চাহিদা পূরণ করতে হবে। তাদের এ বাস্তবতায় আমরাও সহযোগী হই।

**দেখতে চাই, নারীর ড়্গমতায়নের মাধ্যমে নিজেদের সমাজ পরিবর্তন করছে।**

ANGLICAN ALLIANCE
Development · Relief · Advocacy

# নারী কণ্ঠ

নিচে এ্যাংলিকান কমিউনিয়নভুক্ত কয়েকজন উদ্যোগী নারীর কথা রয়েছে, যারা তাদের সমাজ পরিবর্তনে ভূমিকা রাখছে এবং অন্যদেরকেও উৎসাহিত করছে।

‘খ্রীষ্টিয়ান নীতি, চার্চের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং সামাজিক প্রয়োজন ও মর্যাদা এবং নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইতিবাচক পরিবর্তন আনায়নের জন্য ম-লীতে সেবা কাজের জন্য আমাকে অনুপ্রাণিত করে।

ম-লীর পাঁচটি কর্যক্রমের মাধ্যমে বিভিন্নধরনের কর্মসূচিতে তিন হাজারেরও বেশী নারী সম্পৃক্ত রয়েছে। খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসের মাধ্যমে তারা তাদের পারিবারে এবং সামাজ উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।

নারীদের আছে বিশাল সম্ভাবনা। তাদের কণ্ঠ অন্যায্যতার বিরুদ্ধে সোচ্চার। নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ে এখন তারা খুবই সচেতন। তারা বুঝে গেছে নারীর প্রতি সহিংসতা এবং অন্যায় হলে তাদের কি করতে হবে– সহায়ক তথ্য ও সহায়তার জন্য কোথায় যেতে হবে। চার্চ অব বাংলাদেশ-এর নারীরা সমাজ পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে – যাতে তারা মর্যাদা ও বিশ্বাসের সাথে উন্নত জীবনযাপন করতে পারে।

**জেনেট সরকার, বাংলাদেশ**

জাম্বিয়া – ‘পারিবারিক সেবা কর্মী দলের’ দুইজন কর্মীর সাথে একজন সেবাগ্রহণকারী – যে স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণ করে এখন সুস্থ। তারা একটি দলের সদস্য হওয়ার কথা ভাবছে।

‘আমি হুনিয়ারা, গারস্থ্য অর্থনীতি বিভাগের একজন শিক্ষক। এ পেশা আমার জন্য খুবই চ্যালেঞ্জিং, কিন্তু খুবই ফলদায়ক ও উপভোগ্য – যখন আমি ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ্য করি। খুবই উৎসাহিত হই যখন দেখি ছাত্রছাত্রীরা তাদের ভবিষ্যৎ গঠন ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ক্লাসে শিক্ষায় মনোনিবেশ করছে। স্কুল কমিউনিটির একজন কর্তৃপক্ষ এবং মা-বাবা হিসেবে এটা খুবই চ্যালেঞ্জের যে, তাদের প্রত্যাশা কতটুকু পূরণ হচ্ছে। আমি একজন পূর্ণ সময়ের শিক্ষক। সাথে সাথে সামাজিক নেতৃত্ব ও শিক্ষা ব্যবস্থাপনা বিষয়ে পড়াশুনা করছি। যা সামাজিক পরিবর্তনে দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি আমাকে আরো বেশী জানতে আগ্রহী করছে। কাজ এবং সাথে পড়াশুনা একটি চ্যালেঞ্জ কিন্তু একই সময়ে একজন ছাত্র, মা এবং শিক্ষক হিসেবে নিয়মানুবর্তীতাও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করছি। যা আমাকে অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌছাতে এবং সমাজ-সেবা চালিয়ে যেতে আমাকে যথেষ্ট আস্থা ও উৎসাহ দিচ্ছে।

আমি বর্তমানে এ্যাংলিকান এ্যালায়েন্সের মাধ্যমে কমনওয়েল্ বৃত্তি নিয়ে পেশাদারী উন্নয়ন শিক্ষায় অভিজ্ঞতা গ্রহণ করছি। যা আমার স্কুল পরিচালনায় জ্ঞান, দক্ষতাবৃদ্ধি এবং কিছু বিষয় যা শ্রেণীকক্ষে শিক্ষা প্রদানে সহায়ক হবে।

একজন নারী হওয়ার জন্য আমাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব ও ভূমিকা পালনে কোন কোন ক্ষেত্রে বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়। যেমন: ধরুন; যখন আমি মা ও চাকুরী করি তখন উভয় ক্ষেত্রে সমান তালে কৃতিত্বের সাথে দায়িত্ব পালন করা আমাদের জন্য অনেক সময় চ্যালেঞ্জ হয়ে যায়। তারপরেও আমাদের সামনের দিকে এগুতে হবে ও নীতি নির্ধারণী ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে ইতিবাচক অবদান রাখতে হবে। বিশেষত নিজের গ্রামে, পরিবারে, ম-লীতে সর্বোপরি দেশের জন্য আমাদের অনেক কিছু করার আছে।

**এলিজাবেথ মারাহোরা, সলোমন দীপপুঞ্জ**

‘গত চার বছর আমি এ্যাংলিকান সার্ভিস ফর ডিয়াকোনিয়া এন্ড ডেভলপমেন্ট (সাড)-এর অধীনে মানবাধিকার বিষয়ে কাজ করেছি। নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা বিশেষত গৃহস্থিত নারীদের বিরুদ্ধে সহিংসতা বিষয়ে কাজ করার জন্য আমরা চার্চকে আহ্বান করেছি।

এজন্য স্থানীয় ম-লীতে এ বিষয়ে আলোচনার আয়োজন করেছি। এর উপর সাড় একটি সহায়ক গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছে, যার মাধ্যমে স্থানীয় ম-লীর সদস্যদের নারীর প্রতি সহিংসতায় কাঠামোগত পরিবর্তন আসে।

গত বছর সাড় ব্রাজিলের একটি ম-লীর জন্য বইটির প্রম সংস্করণ প্রকাশ করেছে। এই উপাদানটি ব্রাজিলের সকল ডায়োসিসে, সকল জেলায় প্রচার করা হয়েছে। এখন তারা সকলে মিলে মূল প্রতিপাদ্য উজ্জীবিত রাখতে একযোগে কাজ করছে।

কার্যক্রমগুলো চলমান রাখতে এ বছর আমরা দ্বিতীয় বইটি প্রকাশ করেছি। যার মধ্যে কিছু বিষয়ে যেমন নারীর প্রতি সহিংসতা এবং এইচআইভি/এইডস্ বিষয়ে আরো গভীর আলোচনা করা হয়েছে।

**সান্দ্রা এ্যান্ড্রাডি, ব্রাজিল**

‘আমি যখন কিশোরী, জীবন ছিল খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। কেননা আমার মা-বাবার অবস্থা ভালো ছিল না এবং তারা শিক্ষিত ছিল না। কখনো কখনো স্কুলে যাবার সামর্থ ছিল না এবং গৃহস্থালী কাজ করতাম। এখন আমি আমার স্বামীর যিনি একজন বিশপ, তার সাথে জোনকাওয়া ডায়োসিসে বাস করছি।

আমি দুস্থ মহিলা ও মেয়েদের সহায়তা ও পরিবর্তনের লক্ষ্যে আস্থা এবং উৎসাহের সাথে কাজ করছি। আমরা মাসে অন্তত একটি সেমিনার এবং ধ্যানসভা পরিচালনা করি। অল্প সময়ের ব্যবধানে আরো অনেক মহিলা এসব সেমিনারে যোগ দিতে শুরু করেছে – এদের মধ্যে অনেকেই দীর্ঘ পথ পায়ে হেঁটে, নদী পাড় হয়ে আসে, যেন তারা দল থেকে কোনভাবেই বাদ না পড়ে।

সেমিনারে মহিলা ও কিশোরীদের ঘর পরিষ্কার করার দ্রব্যাদি এবং কেক বানানোর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এখন সে প্রশিক্ষণগুলো তাদের সমাজে টিকে থাকার জন্য সহায়ক হয়েছে। এর ফলে মহিলারা তাদের প্রোগ্রাম নিজেরাই চালিয়ে নিতে পারছে, গবেষণা করতে পারছে এবং বিভিন্ন বিষয়ে যা তাদের জন্য মঙ্গলজনক তারা তাতে মনোযোগী হতে পারছে। তাদের মধ্যে অনেকেই তাদের অর্থনৈতিকভাবে জীবিকা উন্নয়নের প্রশিক্ষণ নিতে চাইছে। এখনও আমাদের অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে, কিন্তু আমরা দৃঢ়ভাবে নিশ্চিত আমরা সে অভিষ্টে পৌছাতে পারব। ফিলিপিয় ৪:১৩ পদে লেখা আছে, ‘যিনি আমাকে শক্তি দেন, তাঁতে আমি সব কিছুই করতে পারি।’

নারীরাই তাদের সম্প্রদায়/সমাজ পরিবর্তনের সহায়ক। তাকে অবশ্যই পরিবর্তনে বিশ্বাস করতে হবে, পরিবর্তন গ্রহণের মানসিকতা থাকতে হবে, পরিবর্তনে সচেষ্ট থাকতে হবে এবং পরিবর্তনের জন্য আগ্রহী হতে হবে। তাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশী হতে হবে, চার্চে, সমাজে এবং রাজনীতিতে। পরিবর্তনের জন্য ঈশ্বরে নিবিষ্ট হতে হবে, তাঁর সাথে কথা বলতে হবে এবং তাঁর উপর বিশ্বাস রাখতে হবে।

**রোহ্ডা কাওয়াসী, নাইজেরীয়া**

‘আমি যখন কিশোরী, জীবন ছিল খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। কেননা আমার মা-বাবার অবস্থা ভালো ছিল না এবং তারা শিক্ষিত ছিল না। কখনো কখনো স্কুলে যাবার সামর্থ ছিল না এবং গৃহস্থালী কাজ করতাম। এখন আমি আমার স্বামীর যিনি একজন বিশপ, তার সাথে জোনকাওয়া ডায়োসিসে বাস করছি।

আমি দুস্থ মহিলা ও মেয়েদের সহায়তা ও পরিবর্তনের লক্ষ্যে আস্থা এবং উৎসাহের সাথে কাজ করছি। আমরা মাসে অন্তত একটি সেমিনার এবং ধ্যানসভা পরিচালনা করি। অল্প সময়ের ব্যবধানে আরো অনেক মহিলা এসব সেমিনারে যোগ দিতে শুরু করেছে – এদের মধ্যে অনেকেই দীর্ঘ পথ পায়ে হেঁটে, নদী পাড় হয়ে আসে, যেন তারা দল থেকে কোনভাবেই বাদ না পড়ে।

সেমিনারে মহিলা ও কিশোরীদের ঘর পরিষ্কার করার দ্রব্যাদি এবং কেক বানানোর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এখন সে প্রশিক্ষণগুলো তাদের সমাজে টিকে থাকার জন্য সহায়ক হয়েছে। এর ফলে মহিলারা তাদের প্রোগ্রাম নিজেরাই চালিয়ে নিতে

পারছে, গবেষণা করতে পারছে এবং বিভিনড়ব বিষয়ে যা তাদের জন্য মঙ্গলজনক তারা তাতে মনোযোগী হতে পারছে। তাদের মধ্যে অনেকেই তাদের অর্থনৈতিকভাবে জীবিকা উনড়বয়নের প্রশিড়্গণ নিতে চাইছে। এখনও আমাদের অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে, কিন্তু আমরা দৃঢ়ভাবে নিশ্চিত আমরা সে অভিষ্টে পৌছাতে পারব। ফিলিপিয় ৪:১৩ পদে লেখা আছে, 'যিনি আমাকে শক্তি দেন, তাঁতে আমি সব কিছুই করতে পারি।'

নারীরাই তাদের সম্প্রদায়/সমাজ পরিবর্তনের সহায়ক। তাকে অবশ্যই পরিবর্তনে বিশ্বাস করতে হবে, পরিবর্তন গ্রহণের মানসিকতা থাকতে হবে, পরিবর্তনে সচেষ্ট থাকতে হবে এবং পরিবর্তনের জন্য আগ্রহী হতে হবে। তাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশী হতে হবে, চার্চে, সমাজে এবং রাজনীতিতে। পরিবর্তনের জন্য ঈশ্বরে নিবিষ্ট হতে হবে, তাঁর সাথে কথা বলতে হবে এবং তাঁর উপর বিশ্বাস রাখতে হবে।

**রোহ্ডা কাওয়াসী, নাইজেরীয়া**

'পারিবারিক সেবা দলের' আমি সভানেত্রী। চার্চের সদস্য হিসেবে অসুস্থ প্রতিবেশীর সেবা কাজে আমরা নিবেদিত। প্রতি সপ্তায় আমরা তাদের পরিদর্শন করি। আমরা যখন মানুষকে সেবা দিতে পারি তখন আমার খুব ভালোলাগে। আমাদের এই সেবা কাজ শুরন্নর পূর্বে সমাজে মৃত্যুর হার বেশী ছিল। এখন কোন অসুস্থ এমনকি একজন শয্যাশায়ীও – সুস্থ হয়ে উঠছে। আমরা তাদের ওষুধ দিচ্ছি, চার্চ থেকে খাদ্য সহায়তা দিচ্ছি।

আমরা মহিলাদের ড়্গমতায়ন এবং ড়্গুদ্র ব্যবসা করার জন্য আর্থিক সহায়তা দিচ্ছি। প্রশিড়্গণের মাধ্যমে আমরা স্বাস্থ্য ও বিভিনড়ব রোগ সম্বন্ধে জেনেছি। আমরা রোগী ও তাদের পরিবারের সদস্যদেরও শিড়্গা দিচ্ছি। অনেক সময় পরিবারের সদস্যদের মাধ্যমে এইচআইভি অথবা টিবি/যড়্গা রোগে আণ্ড়্গান্ত হয়। আমরা তাদের এমন কাজ থেকে বিরত থাকতে পরামর্শ দেই। মনে করছি, এ বিষয়ে আমরা যথেষ্ট সফল হয়েছি। আমি অনুপ্রাণিত হই – যাদের সেবা দিচ্ছি তারা যখন সুস্থ জীবনে ফিরে আসছে। আমি গর্ব অনুভব করি, যখন আমার চারিপাশের অসুস্থ লোকদের পরিচর্যা দিতে পারি এবং অন্যরা যখন আমাকে সম্মান করে।

**বিওয়ালা, জাম্বিয়া**

# ন্যান্সির গল্প

## লবণ ও আলো হওয়া

ন্যান্সি বাস করে মধ্য কেনিয়ার একটি পাহাড়ে। কিছু বছর পূর্বে ন্যান্সির গির্জা/চার্চ একটি কর্মসূচি শুরন্ন করে, যার নাম 'উমোজা' অর্থাৎ 'সহভাগিতা'। গির্জায় বাইবেল আলোচনা হতো; আমরা জনগোষ্ঠির ভিতরে কিভাবে 'লবণ ও আলো' হতে পরি? এছাড়া যীশু কিভাবে পাঁচ হাজার লোককে আহার দিয়েছিল-সে বিষয়েও আলোচনা হতো। তারা বুঝতে পারল, যীশু প্রমেই জনগোষ্ঠির কি কি সম্পদ আছে তা জানতে চান – যেমন রম্নটি ও মাছ।

## সম্পদ ও চাহিদা নির্ণয়

তখন গির্জা ও জনগোষ্ঠি বিশেস্নষণ করে দেখল কি কি সম্পদ তাদের রয়েছে এবং এই সকল সম্মিলিত সম্পদ কিভাবে জনগোষ্ঠিকে রূপান্তরিত করতে পারে। এছাড়াও সংশিস্নষ্ট সহায়ক মৎস্য চাষের কিছু ধারণা দেন।

## নতুন দড়্গতা অর্জনের জন্য চেষ্টা

ন্যান্সি 'উমোজা' প্রম্রিয়া সম্পর্কে জানার পর উৎসাহিত হলো। সে জানতে পারল কিভাবে তার নিজের পুকুরে মাছ চাষ করে লাভবান হওয়া যায়। বর্তমানে তার দুইটি মৎস্য খামার রয়েছে এবং মাছের ব্যবসা আছে। সে বর্তমানে তার প্রতিবেশীকে মৎস্য চাষের জন্য মাছের পোনা দিয়ে সাহায্য করছে। এছাড়া ন্যান্সি অন্যান্য দড়্গতাও অর্জন করেছে। সে বর্তমানে তিনটি গরম্ন থেকে যে গোবর পায় তা দিয়ে বায়ো-গ্যাস তৈরী করছে। রানড়বার জান্য কাঠ পোড়ানোর চেয়েও যা স্বাস্থ্যসম্মত।

## অন্যান্যদের সাথে কাজ

ন্যান্সি নিজেকে আশীর্বাদপ্রাপ্ত বলে মনে করে। তার পরিবার বর্তমানে নিরাপদ এবং ঘরে পর্যাপ্ত খাদ্য রয়েছে। ন্যান্সি সিদ্ধান্ত নিয়েছে তার জনগোষ্ঠির ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য স্কুল শুরন্ন করবে। সে আরো অন্যান্যদের সাথে যুক্ত হয়েছে 'স্থানীয় সরকারের উপর এ্যাডভোকেসি' করার জন্য – যেন স্থানীয় সরকার তাদের উৎপাদিত সামগ্রি বিম্রি জন্য রাস্তার পাশে দোকান করে দেয়। গির্জার এই উদ্যোগের জন্য মানুষ ধন্যবাদ জানাচ্ছে এবং এভাবে সুসমাচারের পরিচর্যা করছে।

# বাইবেল স্টাডি

প্রেরিত ৯ অধ্যায়ে টাবিথার (দর্কা) গল্পে দেখতে পাই; একজন উৎসাহী নারীকে, যিনি অন্যদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। ঈশ্বরের প্রতি তার বিশ্বস্থতার জন্য ঈশ্বরের ভালোবাসা জনগোষ্ঠির মাঝে বিলিয়ে দিতে সড়্গম হয়েছিলেন।

- পড়ুন প্রেরিত ৯:৩৬-৪২ পদ

আর যাফোতে এক শিষ্যা ছিলেন, তাঁর নাম টাবিথা, অনুবাদ করলে এ নামের অর্থ দর্কা [হরিণী]; তিনি নানা সৎম্রিয়া ও দানকার্যে ব্যাপৃতা ছিলেন। ঘটনাণ্ড়মে সেই সময়ে তিনি পীড়িত হইয়া মারা পড়েন। তাহাতে লোকেরা তাঁহাকে ধৌত করিয়া উপরের কঠরীতে শয়ন করাইয়া রাখিল। আর লুদ্দা যাফোর নিকটবর্তী হওয়াতে, পিতর লুদ্দায় আছেন শুনিয়া, শিষ্যগণ তাঁহার কাছে দুই জন লোক পাঠাইয়া বিনতি করিল, আপনি আমাদের এখান পর্যন্ত আসিতে বিলম্ব করিবেন না। তখন পিতর উঠিয়া তাহাদের সহিত চলিলেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইলে তাহাদের সহিত চলিলেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইলে তাহারা তাঁহাকে সেই উপরের কুঠরীতে লইয়া গেল, আর বিধবারা সকলে তাঁহার চারিদিকে দাঁড়াইয়া রোদন করিতে থাকিল, এবং দর্কা তাহাদের সঙ্গে থাকিবার সময়ে যে সকল আঙরাখা ও বস্ত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন, সেই সকল দেখাইতে লাগিল। কিন্তু পিতর সকলকে বাহির করিয়া দিয়া হাঁটু পাতিয়া প্রার্থনা করিলেন; পরে সেই দেহের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, টাবিথা, উঠ। তাহাতে তিনি চড়্গু মেলিলেন, এবং পিতরকে দেখিয়া উঠিয়া বসিলেন। তখন পিতর হাত দিয়া তাঁহাকে উঠাইলেন, এবং পবিত্রগণকে ও বিধবাদিগকে ডাকিয়া তাঁহাকে জীবিত দেখাইলেন। এই কথা যাফোর সর্বত্র প্রকাশ হইল, এবং অনেক লোক প্রভুর উপরে বিশ্বাস করিল। আর পিতর অনেক দিন যাফোতে, শিমোন নামক এক জন চর্মকারের বাটীতে অবস্থিতি করিলেন। ঞ্যরং নবপধসব শহড়হি ঃযৎড়ঁমযড়ঁঃ ঔড়ঢ়ঢ়ধ, ধহফ সধহু নবষরবাবফ রহ ঃযব খড়ৎফ.

# আলোচনা :

- কিভাবে টাবিথা জনগোষ্ঠির প্রয়োজন মিটাতো ?
- তার সাড়্গ ও কাজ অন্যদের মাঝে কি প্রভাব তৈরী করেছিল?
- টাবিথার উদাহরণ গ্রহণ করে নারী ও পুরম্নষ বর্তমানে কি করতে পারে?
- আজকের দিনে আমাদের কাছে কি অর্থ বহন করে?

## আমাদের বাস্তবতা

যে সব নারী আমাদের সমাজে ও দেশে পরিবর্তনের লড়্গ্যে কাজ করছে, তাদের চিহ্নিত করা; কেউ কেউ প্রতিষ্ঠিত নেত্রী, কেউ কেউ অন্যদের সাহায্য করার জন্য নীরবে কাজ করে যাচ্ছে।

যীশু আমাদের লবণ ও আলো হতে বলেছেন :

- এই সব নারীরা তাদের স্ব-স্ব জনগোষ্ঠির মাঝে কিভাবে লবণ ও আলো হলো ?
- আমরা কিভাবে লবণ ও আলো হতে পারি?
- নারী নেত্রী হওয়ার জন্য নারীর জন্য কি কি করা প্রয়োজন, যেন তারা ড়্গমতায়িত হতে পারে

# কর্মপরিকল্পনা

- যে সব নারী সহজে প্রভাব সৃষ্টি করছে বা নীরবে সেবামূলক কাজ করে যাচ্ছে, তাদের সম্মানিত করার জন্য একটি সম্মাননা অনুষ্ঠান করা।
- কোথায় কোথায় দড়াতা প্রকাশের সুযোগ আছে, বিশেষ করে সাড়ারতা ও জীবনমূখী দড়াতা তা নির্ণয় করা। যদি সম্ভব হয় একটি তথ্য বিনিময় দিবস পালন করা, যেখানে স্থানীয় সরকার ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে আমন্ত্রণ করা যেতে পারে - যারা তাদের সাহায্য- সহযোগিতা করতে পারে।
- নারীদের উৎসাহিত করা যেন, তারা সঞ্চয়ী দল বা মহিলা সমিতি গঠন করতে পারে।
- যে সব এলাকায় গির্জা ও জনগোষ্ঠির পরিচর্যা কার্যক্রম রয়েছে (সিসিএমপি/ উমোজা), তাদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন এবং যদি সম্ভব হয় প্রশিড়াণের ব্যবস্থা করা।

# প্রার্থনা :

প্রার্থনার মাধ্যমে আমরা আমাদের আশা ও প্রয়োজন এবং তার নির্দেশনা ঈশ্বরের কাছে চাইতে পারি।

ভালোবাসার ঈশ্বর, তুমি আমাদের কাছে সুসমাচার দিয়েছ; সাহায্য কর যেন আমরা অপরের কাছে সুসমাচার হতে পারি। তুমি আমাদের মেধা দিয়েছো; সাহায্য কর, যেন এই সব মেধা খাটিয়ে আমরা পরিবার ও সমাজের পরিবর্তন আনতে পারি। তুমি আমাদের আশা দিয়েছো; সাহায্য কর, যেন আমরা অন্যদের মাঝে আশার সঞ্চার করতে পারি। আমেন।

# নারীরা সকলে একত্রে কাজ করছে:

বুরুন্ডিতে স্থানীয় মহিলাদের মাঝে মাদার্স ইউনিয়ন কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে সাড়ারতা ও অর্থনৈতিক শিড়া বিষয়ক কার্যক্রম। 'গ্যাটারিনা'-এই কর্মসূচি থেকে এসেছে। সে বলেছিল; 'আমি একজন এতিম এবং স্কুলে লেখাপড়া শিখিনি। নিজেকে বলি; 'আমি কিছুই জানি না, কিন্তু আমি মাদার্স ইউনিয়ন কর্তৃক পরিচালিত সাড়ারতা কর্মসূচি সম্পর্কে শুনলাম যা মানুষকে লেখাপড়া করতে সাহায্য করে। আমি এখান থেকে একসাথে অনেক কিছু শিখেছিলাম। আমি এখন অন্যদের জন্য লিখতে পারি এবং আমি এখন স্থানীয় কমিটির একজন নির্বাচিত নেতা। আমি মাদার্স ইউনিয়নকে ধন্যবাদ জানাই এবং আমি এর জন্য গর্বিত।

এ্যাংলিকান মাইগো ফাইনান্স এজেন্সি কর্তৃক পাঁচ কুমারী (Five Talent)-র আওতায় অনেক সঞ্চয়ী দল রয়েছে। প্রত্যেক সপ্তায় নারী বর্তমানে পুরুষেরাও একসাথে মিলিত হয় এবং সঞ্চয় সংগ্রহ করে। সদস্যরা এই সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে তাদের ব্যবসায় বিনিয়োগ করতে পারে। লেখাপড়া জানা সর্ব-কনিষ্ঠ সদস্যটি তাদের হিসাব সংরড়াণ করেন এবং তা বোর্ডে লিপিবদ্ধ করে রাখেন। ফলে নারীরা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বীতা অর্জন করেছে এবং নিজেদের জীবনকে পরিচালিত করতে পারছে।

তারা পরিবারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রড়িয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারছে এবং স্থানীয় রাজনীতির নেতৃত্বে প্রভাব বিস্তার করতে পারছে।

মাদার্স ইউনিয়ন-এর অর্থনৈতিক এবং সাড়ারতা দল - বুরুন্ডি

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে কর্মশালা-বাংলাদেশ

# অন্যদের সাথে সংযুক্ত হোন

এ্যাংলিকান কমিউনিয়ন জুড়ে হাজার হাজার নারী আছে যারা স্থানীয় জনগোষ্ঠির জীবনমান পরিবর্তনের জন্য নেতৃত্ব দিচ্ছে। এছাড়াও নারীদের ড়ামতায়নের লড়্যে কাজ করার জন্য অনেক এ্যাংলিকান সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

সংশিস্নষ্টদের সাথে যোগাযোগ করার ঠিকানা

The Mothers' Union
**http://www.mothersunion.org**

International Anglican Family Network
**http://iafn.anglicancommunion.org**

International Anglican Women's Network
**http://iawn.anglicancommunion.org**

Umoja/CCMP
**http://www.tearfund.org/en/about_us/what_we_do_and_where/initiatives/umoja**

Five Talents
**http://www.fivetalents.org**

তিবছর কমিউনিয়নভুক্ত নারীরা 'ইউনাইটেড ন্যাশনস্ কমিশন অন ষ্ট্যাটাস অফ উইমেন ইন নিউ ইয়র্ক '(ইউএনসিএসডবিস্নউ)-এ যোগ দেয়। এ বছর বিশ্ব নারী দিবসে তাদের প্রতিপদ্য, 'নারী এবং মেয়েদের জন্য সহস্রাব্দ উন্নয়নের লড়্যে বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ এবং অর্জন।' তাদের কার্যক্রম জানতে ভিজিট করুন : **http://www.unwomen.org/en/csw/csw58-2014**.

# যোগাযোগ করুন

একে অপরের কাজ বিনিময় ও সহভাগিতার মাধ্যমে আমরা আরো শক্তিশালী হতে পারি। সুতরাং নিজ নিজ সমাজে নারীদের উদ্দীপনাময় পরিবর্তনের গল্প আমাদেরা জানান।

গল্প এবং ছবি পাঠনোর ঠিকানা **anglicanalliance@aco.org**

অথবা ফোন করুন **+44(0)20 7313 3928**

আমাদেরকে বলুন, আন্তর্জাতিক নারী দিবস স্মরনীয় করতে আপনি কি করছেন

এ সংক্রান্ত সারা বিশ্বের খবরাখবর আমাদের ওয়েব-সাইটে পাবেন : **http://www.anglicanalliance.org**

Mothers' UNION
Christian care for families

Front cover photograph: © Layton Thompson/Tearfund